বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন ইংল্যান্ড সফর করছে। ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে তারা এখন প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে। ক্রিকেট বোদ্ধাগণ মনেকরছেন ইংলিশ কন্ডিশন ও ফর্মে থাকা ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাংলাদেশ দলের এই সিরিজ 'অগ্নিপরীক্ষা'। তাই তিন নির্বাচক বেশ সতর্ক ছিলেন দল নির্বাচনে। জাতীয় দলের এক সময়ের নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান **ফারুক আহমেদ** এখন প্রধান নির্বাচক। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য বিশ্লেষণ করেছেন ইংল্যান্ড সফররত ২০ ক্রিকেটারের ক্ষমতা....

প্রধান নির্বাচকের দৃষ্টিতে ইংল্যান্ড সফররত ২০ ক্রিকেটার

dvi"K Avn‡g`

আমাদের যে দলটা ইংল্যান্ড সফরে গেছে সেটা মূলত স্পেশালিস্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি স্পেশালিস্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা ব্যালান্সড টিম গড়ে তুলতে। দলে কোনো ডানহাতি স্পিনার না থাকলেও যে দু'জন Zi"Y স্পিনারকে নেয়া হয়েছে বিগত সিরিজে তারা যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সিরিজে বাঁহাতি স্পিনারদ্বয় যে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে আশা করি এ সফরেও তারা সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। আর তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞ রফিক তো আছেই। ইংল্যান্ডের উইকেট ফাস্ট বোলারদের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে সুইং বোলাররা এখানে বাড়তি সুবিধা পায়। দল নির্বাচনের সময় এ বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ব্যাটস্ম্যানদের মধ্যে একমাত্র শাহরিয়ার নাফিস আহমেদ ছাড়া বাকি সবারই কমবেশি টেস্ট এবং ওয়ানডে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মোট কথা পুরনো খেলোয়াড়দের সঙ্গে নতুনদের সমন্বয়ে একটা ব্যালান্সড্ টিম গড়ে তোলা হয়েছে। আমার মনে হয়, ইংল্যান্ড সফরের জন্য আমরা সেরা দল নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছি।

ব্যাটিংয়ে নতুন মুখ শাহরিয়ার নাফিস আহমেদ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই দলে জায়গা করে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে তার ব্যাটিং সবাইকেই মুগ্ধ করেছে। 'বাংলাদেশ এ' দলের হয়ে দেশের মাটিতে এবং দেশের বাইরেও অনেকগুলো ভালো ইনিংস উপহার দিয়েছে। 'এ' দলের হয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটা টেস্ট দলের

Bsj¨vÛ md‡i hvIqvi Av‡M d‡Uv‡mk‡b evsjv‡`k `j

বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। আর ঘরোয়া লীগেও তার পারফরমেন্স উল্লেখ করার মতো। আমার মনে হয়, এ সফর থেকে তার অনেক কিছু শেখার আছে।

তার ওপেনিং পার্টনার নাফিস ইকবাল সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সিরিজে ইতিমধ্যেই সে নিজেকে প্রমাণ করেছে। ঐ সিরিজে একটা ম্যাচে আমরা খুব বাজে অবস্থায় ছিলাম। ঐ অবস্থা থেকে যেভাবে সে দলকে টেনে তুলে এনেছিল, এরপর আর তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকার কথা নয়। আর জাভেদকে আমরা সবাই চিনি ধৈর্যশীল ব্যাটস্ম্যান হিসেবে। ইংলিশ কন্ডিশনে যে কোনো ব্যাটস্ম্যানের জন্য রান পাওয়ার পূর্বশর্তই হচ্ছে 'ধৈর্য'। উপমহাদেশের উইকেটে একজন ব্যাটস্ম্যান প্রথম ১৫-১৬ ওভার টিকে গেলে এরপর রান পেতে তাকে আর বেগ পেতে হয় না। কারণ বল পুরনো হয়ে গেলে উইকেট থেকে বোলার আর তেমন কোনো সুবিধা পায় না। কিন্তু ইংল্যান্ডের উইকেটে বোলাররা সারা দিনই কিছুটা সুবিধা পাবে। বল মুভ করবে। বাউন্স হবে। সুইং করবে। সে ক্ষেত্রে জাভেদের এই গুণটা অনেক কাজে আসবে। তার ওপর জাভেদ সিনিয়র প্লেয়ার। তাই ধৈর্য আর সঙ্গে অভিজ্ঞতা, জাভেদের কাছে এই সফরে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই তিনজন ওপেনিং ব্যাটস্ম্যানের মধ্যে প্রথম একাদশে কোন দু'জনকে রাখা হবে এটা মূলত নির্ভর করছে সফরের প্র্যাকটিসম্যাচগুলোতে পারফরমেন্সের ওপর।

অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন টেস্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্ম্যান। গত তিন-চার বছরের টেস্ট ম্যাচের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যায়, পুরো বাংলাদেশ দলের প্রায় সিকি শতাংশ রান এসেছে অধিনায়কের ব্যাট থেকেই। যদিও ইংলিশ কন্ডিশনে খেলার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা তার নেই। এর আগে শুধু একবার সে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। সেটা ১৯৮৯ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে। তারপরেও আমার মনে হয় এ সফরে যেটা তার জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হতে পারে সেটা হলো ইংল্যান্ড ছাড়া প্রায় সবগুলো টেস্ট দলের বিরুদ্ধে সে খেলেছে। এ অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগাতে হবে। আর সম্প্রতি হাবিবুল ওয়েস্ট ইন্ডিজে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছে। সেখানে সে প্রায় ৭৭-এর মতো স্কোর করেছে। ইংল্যান্ড সফরে এ ম্যাচটাও হাবিবুলকে প্রেরণা যোগাবে। মূলত তাকে ঘিরেই আমাদের ব্যাটিং আবর্তিত হবে।

মিডল অর্ডারে আশরাফুলের প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি। টেকনিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সেরা ব্যাটস্ম্যান সে। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিগত সময়গুলোতে শতভাগ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মাঝে মাঝে প্রতিভার ঝলক দেখিয়েই আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। একটু দেখেশুনে খেলে ধারাবাহিকতার গুণটা অর্জন করতে পারলে আশরাফুল হতে পারে আমাদের ব্যাটিংয়ের মূল ভরসা। আফতাব আহমেদ স্ট্রোক প্লেয়িং ব্যাটস্ম্যান। হাতে তার যথেষ্ট স্ট্রোক রয়েছে। তবে ইংল্যান্ডে তাকে ধৈর্য পরীক্ষা দিতে হবে। উপমহাদেশের উইকেটে যেভাবে স্ট্রোক করে খেলা যায় ওখানকার উইকেটে সেটা সম্ভব নয়। স্ট্রোক করে খেলতে গেলে ইংল্যান্ডে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। বোলারদের যদি একটু বুঝেশুনে খেলতে পারে তাহলে তার মধ্যে যে প্রতিভা আছে, রান পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

রাজিন সালেহ্ অত্যন্ত পরিশ্রমী খেলোয়াড়। চেষ্টা করে উইকেট ধরে রাখতে। ব্যাট করে সময় নিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে। বাংলাদেশের ব্যাটস্ম্যানদের মধ্যে যেটা বিরল। রাজিনের আরেকটা ভালো দিক হচ্ছে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতা। তবে অধিকাংশ সময় দেখা যায় সেট হওয়ার পর উইকেট দিয়ে বসে। ছোট স্কোরগুলোকে বড়তে রূপান্তরিত করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে দলের জন্য সম্পদ হতে পারে সে। কিপিংটা পাইলটের প্রথম কাজ হলেও ব্যাটস্ম্যান হিসেবেও যথেষ্ট ভালো। তার টেকনিক ইংলিশ কন্ডিশনে দারুণ কার্যকর হবে। জাভেদের মতো পাইলটও সময় নিয়ে ব্যাট করে। ইংল্যান্ডের উইকেটে রান করার জন্য এটা খুবই জরুরি। টেকনিক্যালি পাইলট একজন ভালো ব্যাটস্ম্যান। পছন্দ করে সোজা ব্যাটে খেলতে। আর গ্লাভস্ হাতেও উইকেটের পেছনে সাফল্যের সঙ্গে দলকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে বহুদিন ধরে।

ফাস্ট বোলারদের মধ্যে মাশরাফি এবং তাপস দু'জনই কার্যকর। গতি মাশরাফির মূল ভরসা। একজন এগ্রেসিভ ফাস্ট বোলার বলতে যা বোঝায়, সবই আছে তার মধ্যে। প্রয়োজনের সময় উইকেট তুলে নিতে পারে। তাপসের মধ্যেও এ গুণটা রয়েছে। তাপস মিশ্র বোলিং করে। কিছু খারাপ ও কিছু ভালো স্পেল করে। কিন্তু তার প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে সে স্ট্রাইক বোলার। যখনই তাকে ডাকা হয়, অধিকাংশ সময়ই সে ব্রেক এনে দিতে পারে। মাশরাফি এবং তাপস দু'জনই উইকেট টেকিং বোলার। এছাড়াও রাজিব নামের যে নতুন ছেলেটাকে নেয়া হয়েছে, দলের জন্য সে ট্রাম্পকার্ড হতে পারে। গতির দিক দিয়ে সে মাশরাফির কাছাকাছি। ওর জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে অনভিজ্ঞতা। প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে যদি সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে তাহলে দলের জন্য সম্পদ হতে পারে। আর তালহা তো বহুদিন ধরে ইনজুরির সঙ্গে ফাইট করছে। তবে তার স্ট্রাইক রেট ভালো। অলআউট বোলিং করে। বড় পরিসর ক্রিকেটে যেটা কার্যকর হতে পারে। মুনির এর আগে যতবারই দলে এসেছে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তবে শেষ তিন-চার মাসে সে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

স্পিন বোলারদের মধ্যে রফিক গত তিন বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। রফিকের সবচেয়ে বড় গুণ হলো উইকেট থেকে তাকে খুব একটা সুবিধা নিতে হয় না। তার অস্ত্র হচ্ছে উইকেট টু উইকেট বল করা। একই লাইন-লেন্থে বল করে ব্যাটস্ম্যানদের ধৈর্য পরীক্ষা নেয়। বলে খুব একটা টার্ন না থাকলেও টাইট লাইনে বল করে ব্যাটস্ম্যানদের রান নেয়া থেকে বিরত রাখে। তখনই ব্যাটস্ম্যানরা ভুল করতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়েও রফিক সমান পারদর্শী। স্লগ ওভারে রফিকের ব্যাটিং খুবই কার্যকর। দলের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে ওপেনিংও করে। আর টেস্ট ম্যাচে একটা সেঞ্চুরিও আছে তার। এনামুল হক জুনিয়র জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১৮ উইকেট নিয়ে যোগত্যা প্রমাণ করেছে। এনামুল রফিক থেকে একেবারে আলাদা ধরনের বোলার। তার বলে ভেরিয়েশন আছে এবং ফ্লাইটও দেয় প্রচুর। উইকেটে টার্ন থাকলে এনামুল খুবই ভয়ঙ্কর হতে পারে।

মুশফিকুরকে দলে নেয়া হয়েছে ভবিবষ্যতের কথা মাথায় রেখে। পাইলট বিগত প্রায় ৭-৮ বছর ধরে দলের সঙ্গে আছে। এই মুহূর্তে আমরা পাইলটের রিপ্লেসমেন্ট খুঁজছি না। পাইলটের ব্যাকআপ হিসেবে ওকে দলে আনা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে পাইলট ইনজুরিতে পড়তে পারে। এই চিন্তা মাথায় রেখেই আপাতত মুশফিকুরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তরুণ কিপারদের মধ্যে মুশফিকুর খুবই প্রতিভাবান। ভালো ব্যাটিং করতে পারে। তার 'ক্রিকেটিং ব্রেন' অত্যন্ত প্রখর। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, একজন তরুণ খেলোয়াড় যখন জাতীয় দলের সঙ্গে সফরে যায়, সেখানে সে ম্যাচ খেলতে না পারলেও দলের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেটা ভষ্যিতে তার কেরিয়ার গঠনে সাহায্য করে।

এছাড়াও ওয়ানডে সিরিজে যে চারজন খেলোয়াড় পরে দলের সঙ্গে যোগ দিবে তাদের মধ্যে খালেদ মাহমুদ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই। এর আগেও কয়েকটা ওয়ানডে ম্যাচে আমাদের জয়ের পেছনে সে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি তার স্লো মিডিয়াম বোলিং ওয়ানডে ম্যাচে দলের জন্য অনেক বড় অ্যাডভানটেজ। তুষার ইমরান বরাবরই মারমুখী ব্যাটসম্যান। তাই এই সফরটা তুষারের জন্য অগ্নিপরীক্ষা হতে পারে। তবে তার প্লাস পয়েন্ট হ ছে অনেকগুলো ওয়ানডে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা। এছাড়া মানজারুল ইতিমধ্যে নিজেকে ওয়ানডে স্পেশালিস্ট হিসেবে গড়ে তুলেছে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজটা নিজের করে নিয়েই সে তা প্রমাণ করেছে। লাইন-লেন্থ ততোটা কনসিসটেন্ট না হলেও প্রচুর পরিশ্রম করে। মূলত ওয়ানডের মাল্টি স্কিলড থিওরি দলে তার স্থান নিশ্চিত করেছে। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিং ভালো করার কারণে দলে তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর নাজমুল হোসেনের খুব বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলেও বড় পরিসরে নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ।

মোট কথা পুরনো খেলোয়াড়দের সঙ্গে নতুনদের সমন্বয়ে একটা ব্যালান্সড্ টিম গড়ে তোলা হয়েছে। আমার মনে হয়, ইংল্যান্ড সফরের জন্য আমরা সেরা দল নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছি

অনুলিখন : **ফজলে রাব্বি রাজীব**